কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মহামান্য বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০১১-এর এফ. এম. এ ৮৪ ২০১১

সহ

সি. এ. এন ১ (২০১১-এর পুরনো সংখ্যা সি. এ. এন ১৩৫)

জাতীয় বীমা কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

মেলো কিস্কু এবং অন্যরা

আপিলকারীর জন্য : শ্রী আফরোজ আলম, আইনজীবী

উত্তরদাতার পক্ষে : শ্রী সাইদুর রহমান, উকিল।

শুনলেন : ০৬.০৯.২০২৩

বিচার : ২৯.০৯.২০২৩

<u>বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত :</u>

১. ২০১০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রাইবুনাল-কাম-অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ফাস্ট ট্র্যাক, মালদা, এম. এ. সি. মামলা নং ৬১ -এ গৃহীত একটি রায় এবং রায় থেকে তাত্ক্ষণিক আপিলটি উত্থাপিত হয়, যার ফলে মাননীয় ট্রাইবুনাল আপিলকারী/ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে এবং লঙ্ঘনকারী গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে প্রাক্তন পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। জাতীয় বীমা কোম্পানিকে রায়ের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা ব্যর্থ হলে মোটরের ধারা ১৬৩ ক - যানবাহন আইন, ১৯৮৮ - এর অধীনে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে।

২. অন্যান্য বিবরণ ছাড়া, তাৎক্ষণিক ঘটনার সত্যতা হল যে ০২.০২.২০১০-এ ভুক্তভোগী দুর্গা হেমব্রাম পাকুয়া-নালাগোলার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময়ে ডব্লিউবি ৬৫/২৪৪২ বহনকারী অপরাধী গাড়িটি পাকুয়া দিক থেকে অত্যধিক গতিতে এবং অবহেলার সাথে নালাগোলার দিকে আসছিল এবং হঠাৎ ভুক্তভোগী দুর্গা হেমব্রামকে ধাক্কা দেয় যার ফলে সে আহত হয়। তাকে নাদিপাকুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপরে তাকে আরও -এ পাঠানো হয়। মালদা সদর হাসপাতাল, যেখানে তিনি তাঁর আঘাতের কারণে মারা যান।

দাবিদাররা মোটর যানবাহন আইনের ধারা ১৬৩ (ক) এর অধীনে এই মামলা দায়ের করেছে বীমা সংস্থা এবং অপরাধমূলক গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে।

৩. জাতীয় বীমা সংস্থা দাবির আবেদনে বর্ণিত সমস্ত বস্তুগত তথ্য এবং অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটির বিরোধিতা করেছে। যেখানে, অভিযুক্ত গাড়ির মালিক প্রাথমিক পর্যায় থেকে মামলাটির বিরোধিতা করেননি। দাবিদার নিজেই প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ এবং প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পরীক্ষা করেছেন। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ প্রমাণ করেছে যে অভিযুক্ত গাড়িটি উক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল এবং দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যখন অপরাধী গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ভুক্তভোগীকে ধাক্কা দেয়। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১-এর যুক্তি প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২ দ্বারা সমর্থিত। তিনি বলেছিলেন যে দুর্ঘটনার সময় তিনি কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। তিনি দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন। দুর্ঘটনার পর তিনি বামনগোলা পি. এস-এ একটি এফআইআর দায়ের করেন। দাবিদাররা এফআইআর, বাজেয়াপ্তকরণের তালিকা, আর. সি বই, চার্জশিট, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অনুলিপি উপস্থাপন করেছেন এবং সেই নথিগুলি প্রদর্শনী ১ থেকে ৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসিকিউশনের সাক্ষী১ এবং ২-এর প্রমাণ মূল্যায়ন ও স্ক্যান করার পরে লর্ড ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছে যে ডব্লিউ. বি. ৬৫/২৪৪২ নম্বর বহনকারী অপরাধী গাড়িটি দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল এবং অপরাধী গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এবং এই ধরনের দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী দুর্গা হেমব্রামের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল তার আঘাতের কারণে।

৪. বীমা কোম্পানির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে ভুক্তভোগীর আয় প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা হিসাবে মূল্যায়ন করেছে, যদিও তাঁর আয় প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা প্রমাণ করার জন্য বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের সামনে কোনও নথি আনা হয়নি এবং ব্যক্তিগত অনুমানের ভিত্তিতে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ভুক্তভোগীর আয় প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা হিসাবে বিবেচনা করে এবং অবশেষে ৩,৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে-যা এই আপিল আদালতে রায় এবং রায় বাতিল করার পরে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। দাবিদার/উত্তরদাতাদের দ্বারা ভুক্তভোগীর আয় প্রমাণিত হয় না। যদি দাবিদাররা ভুক্তভোগীর আয় প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তবে মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর দ্বিতীয় তফসিলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ধারণাগত আয় ১৫,০০০/- টাকা হওয়া উচিত। তবে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল তার ধারণাগত আয় ৩০০০/- টাকা হিসাবে বিবেচনা করেছিল যা -এ প্রয়োগ করা কাঠামোগত সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেও অনুমোদিত নয়। মোটর যানবাহন আইনের ১৬৩ (এ) ধারার অধীনে দায়ের করা একটি মামলা।

৫. অন্যদিকে, উত্তরদাতা/দাবিদারদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর পরিবারে পাঁচজন সদস্য ছিলেন এবং ভুক্তভোগী প্রতিটি তারিখে অন্যের জমিতে পাওয়ার টিলার চালাতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০ টাকারও বেশি উপার্জন করতেন। সুতরাং, তাঁর আয় প্রতি মাসে ৩০০০ টাকারও বেশি ছিল। অধিকন্তু, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল **লক্ষ্মী দেবী এবং অন্যান্য বনাম মোঃ তাব্বার এবং আরেকজন**[১] মামলায় উল্লিখিত একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে,

এবং পরিশেষে রায় দেয় যে, মৃতের বার্ষিক আয় বার্ষিক ৩৬,০০০ টাকা, তার আয় মাসিক ৩০০০ টাকা বিবেচনা করে। অতএব, বিদ্বান ট্রাইবুনেল যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। অতএব, এলডি ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে ৩,৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছে। তবে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত সুদের অনুমতি দেয়নি। দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে সুদের অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি আবেদনের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সুদের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

৬. আরও বলা হয়েছে যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও, বীমা সংস্থা আজ অবধি প্রদত্ত পরিমাণ পরিশোধ করেনি এবং এই আবেদনটি একটি তুচ্ছ ভিত্তিতে দায়ের করেছে যে বার্ষিক আনুমানিক আয় ১৫,০০০/- টাকা হওয়া উচিত। যদিও আইনের একটি স্থির নীতি রয়েছে যে একজন অদক্ষ শ্রমিকও প্রতিদিন ১০০/- টাকা উপার্জন করতে পারত। ভুক্তভোগী তার পুরো পরিবারকে এই ধরনের অর্থ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। প্রতিদিন ১০০/- টাকার সামান্য আয় প্রকৃত এবং গ্রহণযোগ্য।

৭. উভয় পক্ষের বলা কথা শুনে এবং নথিতে উপলব্ধ উপকরণগুলি পর্যালোচনার পরে, এটি স্বীকার করা হয় যে অপরাধমূলক গাড়িটি উক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল এবং ভুক্তভোগী আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন মোটর ট্র্যাফিক দুর্ঘটনায় ভুগছে। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল বিবেচনা করেছে

---

১ ২০০৮ (২) টি. এ. সি. ৩৯৪ (এসসি)

প্রদর্শ ক হিসাবে চিহ্নিত বীমা পলিসি যা দেখায় যে বীমা পলিসিটি ২৬.০১.২০১০ থেকে ২৫.০১.২০১১ পর্যন্ত বৈধ ছিল এবং দুর্ঘটনাটি ০২.০২.২০১০-এ ঘটেছিল। অতএব, লঙ্ঘনকারী গাড়িটি দুর্ঘটনার তারিখ খুব বেশি বৈধ ছিল।

৮. এটাও স্বীকার করা হয় যে, মোটরযান আইনের ১৬৩এ ধারার অধীনে দাবিদাররা তাৎক্ষণিক মামলাটি দায়ের করেছেন, যার জন্য অপরাধী গাড়ি বা ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে অবহেলা বা ত্রুটির প্রশ্ন প্রমাণ করা প্রয়োজন নয়। কাঠামোগত সূত্রের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত। ক্ষতিপূরণের গণনার জন্য, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দাবিদারদের দাবি অনুযায়ী ভুক্তভোগীর আয় প্রতি মাসে ৩০০০/- টাকা হিসাবে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ***২০০৮ (২) টি. এ. সি. ৩৯৪ (এসসি) (লক্ষ্মী দেবী এবং অন্যান্য বনাম মো. তাবার এবং অন্যান্য ,*** এই আদালত ভুক্তভোগীর আয় ৩,০০০ টাকা হিসাবে বাতিল করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না কারণ দাবিদাররা ভুক্তভোগীর আয় প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা হিসাবে দাবি করেছিল কারণ তার আয় প্রতিদিন ১০০ টাকা হিসাবে বিবেচনা করে ভুক্তভোগী অন্যের জমির প্রতিদিন পাওয়ার টিলার চালাতেন এবং তিনি প্রতিদিন ১০০ টাকার বেশি উপার্জন করতেন। প্রতিদিন ১০০ টাকা ন্যূনতম আয় এবং এমনকি একজন অদক্ষ শ্রমিকও প্রতিদিন এই পরিমাণ উপার্জন করতে পারেন। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট উপরোক্ত রায়ে আরও বলেছেন যে, ১৯৯৪ সালে মোটরযান আইনের তফসিল ॥-তে নির্ধারিত কাল্পনিক আয় ১৫,০০০/- টাকা।

বর্তমান মামলায় ১৫ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ১ তারিখে দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে একজন অদক্ষ শ্রমিকও প্রতিদিন ১০০/- টাকা উপার্জন করতে পারে। তা ছাড়া, বীমা সংস্থা তার পক্ষে কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে পছন্দ করেনি এবং জেরা করার সময় বীমা সংস্থা ভুক্তভোগীর আয়ের যুক্তি অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, পুরো তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই আদালত সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে ভুক্তভোগীর আয় প্রতি মাসে ৩০০০/- টাকা হিসাবে মূল্যায়ন করেছে এবং এটি কোনও বিভ্রান্তি ছাড়াই যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য। ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর বয়স ৩৩ বছর হিসাবে স্বীকার করেছে। প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সের জন্য ১৭ গুণক হিসাবে নির্বাচিত যা বীমা সংস্থার দ্বারা বিতর্কিত নয়। সুতরাং, উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিদ্বান আদালত এর ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না। ভুক্তভোগীর আয়ের পাশাপাশি গুণক সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনাল।

৯. এটি মোটর যানবাহন আইনের ১৬৩এ ধারার অধীনে দায়ের করা একটি মামলা। সুতরাং, অভিযুক্ত গাড়ির চালকের পক্ষ থেকে অবহেলা বা দোষ প্রমাণের প্রশ্ন দাবিদারদের দ্বারা প্রয়োজন হয় না। এখন শুধুমাত্র এখানে জড়িত প্রশ্নগুলি হলঃ

i. অপরাধমূলক যানবাহন যথাযথভাবে একটি বৈধ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল কিনা দুর্ঘটনার তারিখে বীমা পলিসি আছে কি না?

ii. দাবিদাররা থেকে সুদ পাওয়ার অধিকারী কিনা দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ কি না?

বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল প্রদর্শ ক হিসাবে চিহ্নিত বীমা পলিসিকে বিবেচনা করেছে যা দেখায় যে বীমা পলিসিটি ২৬.০১.২০১০ থেকে ২৯.০১.২০১১ পর্যন্ত বৈধ ছিল এবং দুর্ঘটনাটি ০২.০২.২০১০ এ ঘটেছিল। অতএব, লঙ্ঘনকারী গাড়িটি দুর্ঘটনার তারিখে অনেক বেশি বৈধ ছিল। তদনুসারে, উত্তরদাতা/দাবিদাররা থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। আপিল দায়েরের তারিখ থেকে সুদ সহ আপিলকারী/বীমা সংস্থা।

১০. উপরের আলোচনা এবং ফলাফলের আলোকে, -এর গণনা ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হবেঃ

<u>প্রতিযোগিতার গণনা</u>

মাসিক আয়	৩,০০০/- টাকা
বার্ষিক আয়	৩৬,০০০/- টাকা
কম: কর্তনের ১/৩ য়াংশ মোট বার্ষিক আয় (ব্যক্তিগত দিকে এবং জীবনযাত্রার খরচ)	১২,০০০/- টাকা
পরে মোট আয় কর্তন	২৪,০০০/- টাকা

নির্ভরতার মোট ক্ষতি টাকা ২৪,০০০/- x ১৭ (গুনক)	৪,০৮,০০০/- টাকা
যোগ করুন: সম্পত্তির ক্ষতি	২,৫০০/- টাকা
যোগ করুন: অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয়	২,০০০/- টাকা
যোগ করুন: কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি	৫,০০০/- টাকা
মোট ক্ষতিপূরণ	৪,১৭,৫০০/- টাকা

১১. সুতরাং, উত্তরদাতা/দাবীগণ মোট পাওয়ার অধিকারী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৪,১৭,৫০০/- টাকা যা বহন করতে হবে দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে প্রতি বছর @ ৬ শতাংশ সুদ অর্থাত্ ২৬.০২.২০১০ থেকে চূড়ান্ত অর্থপ্রদান পর্যন্ত জানানো হয়েছিল যে কোনটি নেই৷ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বীমা কোম্পানি দ্বারা প্রদান করা হয়েছে আজ অবধি অভিযোগকারীরা।

১২. আপিলকারী-বীমা কোম্পানিকে মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অর্থাৎ টাকা ৪,১৭,৫০০/- সুদ সহ উপরে উল্লিখিত চেকের মাধ্যমে লর্ড রেজিস্ট্রারের অফিসে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ, হাইকোর্ট, কলকাতা তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে।

১৩. মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা, উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ জমা করার পরে, যথাযথ সনাক্তকরণের পরে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে পরিমাণটি ছেড়ে দেবে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদানের যাচাই সাপেক্ষে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান করা না হয়, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল তার রায় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের রায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং পদ্ধতিতে।

১৪. ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় শুধুমাত্র উপরোক্ত পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে। খরচ হিসাবে কোনও আদেশ নেই। উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাত্ক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

১৫. ফলস্বরূপ, আবেদনটি ২০১১ সালের ***সিএএন ১ (পুরানো নম্বর সিএএন ২০১১ সালের ১৩৫)*** এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৬. বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, বীমা কোম্পানিকে সম্পূর্ণ প্রদানের পরে উপার্জিত সুদ সহ কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসে ইতিমধ্যে জমা করা বিধিবদ্ধ পরিমাণ প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, যা ও.ডি. অধ্যায় নং ২৮১৬ তারিখ ০৪.০১.২০১১-এর মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। উত্তরদাতা/দাবিদারদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।

১৭. নিম্ন আদালতের নথি সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি রাখুন, যদি প্রাপ্ত, তথ্যের জন্য অবিলম্বে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হবে।

১৮. সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে কলকাতার হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

১৯. এই রায় ও আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি কে দেওয়া হবে। সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলি।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

পি. আদক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly